ঊনবিংশতি অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষ বধ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

অবধার্য বিরিঞ্চস্য নির্ব্যলীকামৃতং বচঃ ।
প্রহস্য প্রেমগর্ভেণ তদপাঙ্গেন সোঽগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **অবধার্য**—শ্রবণ করে; **বিরিঞ্চস্য**—শ্রীব্রহ্মার; **নির্ব্যলীক**—সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত; **অমৃতম্**—অমৃতময়; **বচঃ**—বাণী; **প্রহস্য**—হাস্য সহকারে; **প্রেম গর্ভেণ**—প্রেমপূর্ণ; **তৎ**—সেই বাণী; **অপাঙ্গেন**—কটাক্ষ দ্বারা; **সঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সেই নিষ্কপট এবং অমৃতের মতো মধুর বাণী শ্রবণ করে ভগবান আন্তরিকতার সঙ্গে হেসেছিলেন, এবং প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর সেই প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

নির্ব্যলীক শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেবতা অথবা ভগবদ্ভক্তের প্রার্থনা সব রকম পাপময় উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত, কিন্তু অসুরদের প্রার্থনা সব সময় পাপময় উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। হিরণ্যাক্ষ ব্রহ্মার বরে শক্তিশালী হয়েছিল, এবং তার পাপময় উদ্দেশ্যের জন্য বর লাভ করার পর, সে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। অসুরদের প্রার্থনার সঙ্গে ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য দেবতাদের প্রার্থনার তুলনা করা যায় না। দেবতাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা; তাই ভগবান স্মিত হাস্য সহকারে সেই দৈত্যকে হত্যা করার প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন। অসুরেরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের প্রশংসা করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, কেননা ভগবান সম্বন্ধে

তাদের কোন রকম জ্ঞান নেই, তাই তারা দেবতাদের শরণাপন্ন হয়, এবং ভগবদ্গীতায় এর নিন্দা করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি পাপময় কার্যকলাপের উন্নতি-সাধনের জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদের সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিহীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অসুরেরা তাদের সমস্ত বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলেছে, কেননা তারা জানে না তাদের প্রকৃত স্বার্থ কি। এমন কি তারা যদি পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে তথ্য লাভও করে, তবুও তারা তাঁর অনুগত হতে চায় না; তাদের পক্ষে ভগবানের কাছ থেকে ঈপ্সিত বর লাভ করা সম্ভব নয়, কেননা তাদের সমস্ত উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্বদা পাপময়। কথিত আছে যে, বঙ্গদেশের ডাকাতেরা অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার পাপময় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কালীর পূজা করত, কিন্তু তারা কখনও বিষ্ণুর মন্দিরে যেত না, কেননা বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলে, তাদের কার্য ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই দেবতা অথবা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তদের প্রার্থনা সর্বদাই সব রকম পাপময় উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২

ততঃ সপত্নং মুখতশ্চরন্তমকুতোভয়ম্ ।
জঘানোৎপত্য গদয়া হনাবসুরমক্ষজঃ॥ ২ ॥

ততঃ—তার পর; **সপত্নম্**—শত্রু; **মুখতঃ**—তাঁর সম্মুখে; **চরন্তম্**—বিচরণ করে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—নির্ভীকভাবে; **জঘান**—আঘাত করেছিলেন; **উৎপত্য**—লাফ দিয়ে; **গদয়া**—তাঁর গদার দ্বারা; **হনৌ**—চিবুকে; **অসুরম্**—অসুরকে; **অক্ষ-জঃ**—ভগবান, ব্রহ্মার নাক থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল।

অনুবাদ

ভগবান, যিনি ব্রহ্মার নাক থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি লাফ দিয়ে তাঁর সম্মুখে নির্ভীকভাবে বিচরণশীল তাঁর শত্রু হিরণ্যাক্ষের চিবুক লক্ষ্য করে, তাঁর গদার দ্বারা আঘাত করলেন।

শ্লোক ৩

সা হতা তেন গদয়া বিহতা ভগবৎকরাৎ ।
বিঘূর্ণিতাপতদ্রেজে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩ ॥

সা—সেই গদা; হতা—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; তেন—হিরণ্যাক্ষের দ্বারা; গদয়া—তার গদার দ্বারা; বিহতা—বিচ্যুত হয়েছিল; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; করাৎ—হাত থেকে; বিঘূর্ণিতা—ঘুরতে ঘুরতে; অপতৎ—পড়ে গিয়েছিল; রেজে—ঝলমল করছিল; তৎ—সেই; অদ্ভুতম্—আশ্চর্যজনক ইব—যথার্থই; অভবৎ—হয়েছিল।

অনুবাদ

কিন্তু দৈত্যের গদার আঘাতে ভগবানের হাত থেকে তাঁর গদা বিচ্যুত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নে পতিত হল, এবং তখন তা এক অপূর্ব শোভা বিস্তার করছিল। তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল, কেননা ভগবানের গদাটি অদ্ভুতভাবে দীপ্তি বিস্তার করে ঝলমল করছিল।

শ্লোক ৪

স তদা লব্ধতীর্থোঽপি ন ববাধে নিরায়ুধম্ ।
মানয়ন্ স মৃধে ধর্মং বিষ্বক্সেনং প্রকোপয়ন্ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই হিরণ্যাক্ষ; তদা—তখন; লব্ধ-তীর্থঃ—এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করে; অপি—যদিও; ন—না; ববাধে—আক্রমণ করেছিল; নিরায়ুধম্—নিরস্ত্র; মানয়ন্—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; সঃ—হিরণ্যাক্ষ; মৃধে—যুদ্ধে; ধর্মম্—যুদ্ধনীতি; বিষ্বক্সেনম্—পরমেশ্বর ভগবানকে.; প্রকোপয়ন্—রাগান্বিত করেছিল।

অনুবাদ

দৈত্যটি যদিও তার নিরস্ত্র শত্রুকে আঘাত করার এক অপূর্ব সুন্দর সুযোগ পেয়েছিল, তবুও সে যুদ্ধ-ধর্মের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল, তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৫

গদায়ামপবিদ্ধায়াং হাহাকারে বিনির্গতে ।
মানয়ামাস তদ্ধর্মং সুনাভং চাস্মরদ্বিভুঃ ॥ ৫ ॥

গদায়াম্—তাঁর গদা যেমন; **অপবিদ্ধায়াম্**—পতিত হয়েছিল; **হাহা-কারে**—ভীতিসূচক শব্দ; **বিনির্গতে**—উত্থিত হয়েছিল; **মানয়াম্-আস**—স্বীকার করে ; **তৎ**—হিরণ্যাক্ষের ; **ধর্মম্**—ধর্ম আচরণ; **সুনাভম্**—সুদর্শন চক্র ; **চ**—এবং; **অস্মরৎ**—স্মরণ করেছিলেন; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

ভগবানের গদা যখন ভূমিতে পড়ে গিয়েছিল, তখন যে-সমস্ত ঋষি এবং দেবতাগণ তাঁদের সেই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা হাহাকার করে উঠেছিলেন। তখন পরমেশ্বর ভগবানের দৈত্যের ধর্ম-আচরণের প্রতি অনুরাগের প্রশংসা করে, তাঁর সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

তং ব্যগ্রচক্রং দিতিপুত্রাধমেন
স্বপার্ষদমুখ্যেন বিষজ্জমানম্ ।
চিত্রা বাচোঽতদ্বিদাং খেচরাণাং
তত্র স্মাসন্ স্বস্তি তেঽমুং জহীতি ॥ ৬ ॥

তম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ব্যগ্র**—ঘুরতে ঘুরতে; **চক্রম্**—যাঁর চক্র; **দিতি-পুত্র**—দিতির পুত্র; **অধমেন**—নীচ; **স্ব-পার্ষদ**—তাঁর পার্ষদদের; **মুখ্যেন**—প্রধান; **বিষজ্জমানম্**—খেলার ছলে; **চিত্রাঃ**—বিবিধ; **বাচঃ**—অভিব্যক্তি; **অ-তৎ-বিদাম্**—যারা জানত না তাদের; **খে-চরাণাম্**—আকাশে বিচরণ করে; **তত্র**—সেখানে; **স্ম আসন্**—ঘটেছিল; **স্বস্তি**—সৌভাগ্য; **তে**—আপনার; **অমুম্**—তার; **জহি**—দয়া করে হত্যা করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

চক্রটি যখন ভগবানের হাতে ঘুরতে লাগল, এবং দিতির অধম পুত্র হিরণ্যাক্ষরূপে জন্ম-গ্রহণকারী তাঁর প্রধান পার্ষদের সঙ্গে ভগবান যখন মুখোমুখি যুদ্ধ করছিলেন, তখন যাঁরা তাঁদের বিমান থেকে সেই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা চতুর্দিক থেকে বিচিত্র বাক্য বলতে লাগলেন। ভগবানের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে তাঁদের জানা ছিল না, এবং তাঁরা বলেছিলেন—"আপনার জয় হোক! কৃপা করে একে হত্যা করুন। এর সঙ্গে আর খেলা করবেন না।"

শ্লোক ৭

স তং নিশাম্যাত্তরথাঙ্গমগ্রতো
ব্যবস্থিতং পদ্মপলাশলোচনম্ ।
বিলোক্য চামর্ষপরিপ্লুতেন্দ্রিয়ো
রুষা স্বদন্তচ্ছদমাদশচ্ছ্বসন্ ॥ ৭ ॥

সঃ—সেই দৈত্য; তম্—পরমেশ্বর ভগবান; নিশাম্য—দেখে; আত্ত-রথাঙ্গম্—সুদর্শন চক্র গ্রহণ করে; অগ্রতঃ—তার সম্মুখে; ব্যবস্থিতম্—অবস্থিত হয়ে; পদ্ম—পদ্মফুল; পলাশ—পাপড়ি; লোচনম্—নয়ন; বিলোক্য—দর্শন করে; চ—এবং; অমর্ষ—ক্রোধের দ্বারা; পরিপ্লুত—বিক্ষুব্ধ হয়ে; ইন্দ্রিয়ঃ—তার ইন্দ্রিয়সমূহ; রুষা—অত্যন্ত ক্রোধে; স্ব-দন্ত-ছদম্—তার ওষ্ঠ; আদশৎ—দংশন করেছিল; শ্বসন্—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে।

অনুবাদ

সেই দৈত্যটি পদ্ম-পলাশ-লোচন পরমেশ্বর ভগবানকে সুদর্শন চক্র হাতে তার সামনে অবস্থিত দেখে, অত্যন্ত ক্রোধে বিকলেন্দ্রিয় হয়েছিল। সে ভীষণ ক্রোধে তার দাঁতের দ্বারা অধর দংশন করে সাপের মতো দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৮

করালদংষ্ট্রশ্চক্ষুর্ভ্যাং সঞ্চক্ষাণো দহন্নিব ।
অভিপ্লুত্য স্বগদয়া হতোঽসীত্যাহনদ্ধরিম্ ॥ ৮ ॥

করাল—ভয়ঙ্কর; দংষ্ট্রঃ—দন্তযুক্ত; চক্ষুর্ভ্যাম্—দুই চক্ষুর দ্বারা; সঞ্চক্ষাণঃ—নিরীক্ষণ করে; দহন্—দগ্ধ করে; ইব—যেন; অভিপ্লুত্য—আক্রমণ করে; স্ব-গদয়া—তার গদার দ্বারা; হতঃ—নিহত; অসি—তুই হলি; ইতি—এইভাবে; আহনৎ—আঘাত করেছিল; হরিম্—হরিকে।

অনুবাদ

ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রযুক্ত সেই দৈত্য যেন ভগবানকে তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা দগ্ধ করবে, সেইভাবে নিরীক্ষণ করে, ভগবানের দিকে তার গদা উত্তোলন করে লাফ দিয়ে বলল, "তুই এখন নিহত হলি!"

শ্লোক ৯

পদা সব্যেন তাং সাধো ভগবান্ যজ্ঞসূকরঃ ।
লীলয়া মিষতঃ শত্রোঃ প্রাহরদ্বাতরংহসম্ ॥ ৯ ॥

পদা—তাঁর পায়ের দ্বারা; সব্যেন—বাম; তাম্—সেই গদা; সাধো—হে বিদুর; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; যজ্ঞ-সূকরঃ—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা সেই শূকর-রূপে; লীলয়া—অবলীলাক্রমে; মিষতঃ—দেখে; শত্রোঃ—তাঁর শত্রুর (হিরণ্যাক্ষের); প্রাহরৎ—ব্যর্থ করেছিলেন; বাত-রংহসম্—ঝড়ের বেগে।

অনুবাদ

হে সাধো বিদুর! সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, বরাহ-রূপধারী ভগবান শত্রুর নয়ন সমক্ষেই তাঁর বাম পায়ের দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই গদাকে নিবারণ করলেন, যদিও তা প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১০

আহ চায়ুধমাধৎস্ব ঘটস্ব ত্বং জিগীষসি ।
ইত্যুক্তঃ স তদা ভূয়স্তাড়য়ন্ ব্যনদদ্ ভৃশম্ ॥ ১০ ॥

আহ—তিনি বললেন; চ—এবং; আয়ুধম্—অস্ত্র; আধৎস্ব—গ্রহণ কর; ঘটস্ব—চেষ্টা কর; ত্বম্—তুমি; জিগীষসি—জয় করতে আগ্রহী; ইতি—এইভাবে; উক্তঃ—প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে; সঃ—হিরণ্যাক্ষ; তদা—সেই সময়; ভূয়ঃ—পুনরায়; তাড়য়ন্—আঘাত করে; ব্যনদৎ—গর্জন করেছিল; ভৃশম্—অতি উচ্চস্বরে।

অনুবাদ

ভগবান তখন বললেন—"তুই যখন আমাকে জয় করতে এতই আগ্রহী, তখন আবার অস্ত্রধারণ করে চেষ্টা কর্।" এইভাবে আহূত হয়ে, সেই দৈত্য পুনরায় ভগবানকে লক্ষ্য করে গদা নিক্ষেপ করল, এবং ভয়ঙ্কর গর্জন করতে লাগল।

শ্লোক ১১

তাং স আপততীং বীক্ষ্য ভগবান্ সমবস্থিতঃ ।
জগ্রাহ লীলয়া প্রাপ্তাং গরুত্মানিব পন্নগীম্ ॥ ১১ ॥

তাম্—সেই গদা; সঃ—তিনি; আপততীম্—তাঁর দিকে উড়ে আসছে; বীক্ষ্য—দেখে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; সমবস্থিতঃ—দৃঢ়তাপূর্বক অবস্থিত; জগ্রাহ—ধরে ফেললেন; লীলয়া—অনায়াসে; প্রাপ্তাম্—সমীপে আগত; গরুত্মান্—গরুড় ইব—যেমন; পন্নগীম্—সর্প।

অনুবাদ

ভগবান যখন দেখলেন যে, সেই গদা তাঁর দিকে ভীষণ বেগে আসছে, তখন তিনি সেখানেই অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অবলীলাক্রমে তা ধরে ফেললেন, ঠিক যেভাবে পক্ষীরাজ গরুড় একটি সাপকে ধরে।

শ্লোক ১২

স্বপৌরুষে প্রতিহতে হতমানো মহাসুরঃ ।
নৈচ্ছদ্‌গদাং দীয়মানাং হরিণা বিগতপ্রভঃ ॥ ১২ ॥

স্ব-পৌরুষে—তার পৌরুষ; প্রতিহতে—ব্যাহত হওয়ায়; হত—বিনষ্ট; মানঃ—গর্ব; মহা-অসুরঃ—মহা দৈত্য; ন-ঐচ্ছৎ—(গ্রহণ করতে) ইচ্ছা না করে; গদাম্—গদা; দীয়মানাম্—দেওয়া হলেও; হরিণা—হরির দ্বারা; বিগত-প্রভঃ—গৌরবহীন।

অনুবাদ

এইভাবে তার পৌরুষ ব্যর্থ হওয়ায়, সেই মহা দৈত্য হত-গর্ব এবং অপ্রতিভ হয়েছিল। ভগবান তার গদা প্রত্যর্পণ করতে চাইলেও, সে তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করল না।

শ্লোক ১৩

জগ্রাহ ত্রিশিখং শূলং জ্বলজ্জ্বলনলোলুপম্ ।
যজ্ঞায় ধৃতরূপায় বিপ্রায়াভিচরন্ যথা ॥ ১৩ ॥

জগ্রাহ—গ্রহণ করেছিল; ত্রি-শিখম্—তিনটি ফলকযুক্ত; শূলম্—ত্রিশূল; জ্বলৎ—প্রজ্বলিত; জ্বলন—অগ্নি; লোলুপম্—গ্রাস করতে উদ্যত; যজ্ঞায়—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তার প্রতি; ধৃত-রূপায়—বরাহরূপী; বিপ্রায়—ব্রাহ্মণকে; অভিচরন্—অমঙ্গল কামনাকারী; যথা—যেমন।

অনুবাদ

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি যেমন পবিত্র ব্রাহ্মণের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে তার তপস্যালব্ধ অভিচার (মারণ, উচ্চাটন আদি) প্রয়োগ করে, তেমনই সেই দৈত্য জ্বলন্ত অগ্নির মতো জাজ্বল্যমান এক ভয়ঙ্কর ত্রিশূল সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল।

শ্লোক ১৪

তদোজসা দৈত্যমহাভটার্পিতং
চকাসদন্তঃখ উদীর্ণদীধিতি ।
চক্রেণ চিচ্ছেদ নিশাতনেমিনা
হরির্যথা তার্ক্ষ্যপতত্রমুজ্জিতম্ ॥ ১৪ ॥

তৎ—সেই ত্রিশূল; ওজসা—তার সমস্ত শক্তি সহ; দৈত্য—দৈত্যদের মধ্যে; মহা-ভট—মহা শক্তিশালী যোদ্ধার দ্বারা; অর্পিতম্—নিক্ষিপ্ত; চকাসৎ—দীপ্তিমান; অন্তঃ-খে—আকাশের মধ্যে; উদীর্ণ—বর্ধিত হয়েছিল; দীধিতি—দীপ্তি; চক্রেণ—সুদর্শন চক্রের দ্বারা; চিচ্ছেদ—তিনি তা খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিলেন; নিশাত—তীক্ষ্ণ ধার; নেমিনা—পরিধি; হরিঃ—ইন্দ্র; যথা—যেমন; তার্ক্ষ্য—গরুড়ের; পতত্রম্—পক্ষ; উজ্জিতম্—পরিত্যক্ত।

অনুবাদ

মহা বলবান সেই দৈত্য কর্তৃক প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত সেই ত্রিশূল আকাশে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তা তাঁর তীক্ষ্ণধার সুদর্শন চক্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, ঠিক যেমন ইন্দ্র গরুড়ের পরিত্যক্ত একটি পক্ষ ছেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে ইন্দ্র এবং গরুড়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে—এক সময় ভগবানের বাহন গরুড় তাঁর মা বিনতাকে সর্পকুলের মাতা তাঁর বিমাতা কদ্রুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে অমৃত-ভাণ্ড হরণ করেছিলেন। সেই সংবাদ পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র গরুড়ের প্রতি তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করেন। স্বয়ং ভগবানের বাহন হওয়ার ফলে অজেয় গরুড় ইন্দ্রের অস্ত্রের

অব্যর্থতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে তাঁর একটি পালক ত্যাগ করেন, যা বজ্রের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল। স্বর্গলোকের অধিবাসীরা এতই সংবেদনশীল যে, যুদ্ধের ব্যাপারেও তাঁরা ভদ্রতার নিয়ম অনুসরণ করেন। এই ক্ষেত্রেও গরুড় ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেয়েছিলেন; যেহেতু তিনি জানতেন যে, ইন্দ্রের অস্ত্র অবশ্যই কিছু না কিছু ধ্বংস সাধন করবে, তাই তিনি তাঁর পালক ত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

বৃক্ণে স্বশূলে বহুধারিণা হরেঃ
প্রত্যেত্য বিস্তীর্ণমুরো বিভূতিমৎ ।
প্রবৃদ্ধরোষঃ স কঠোরমুষ্টিনা
নদন্ প্রহৃত্যান্তরধীয়তাসুরঃ ॥ ১৫ ॥

বৃক্ণে—যখন ছিন্ন হয়েছিল; **স্ব-শূলে**—তার ত্রিশূল; **বহুধা**—বহু খণ্ডে; **অরিণা**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রত্যেত্য**—অভিমুখে অগ্রসর হয়ে; **বিস্তীর্ণম্**—প্রশস্ত; **উরঃ**—বক্ষ; **বিভূতি-মৎ**—লক্ষ্মীদেবীর নিবাস-স্থল; **প্রবৃদ্ধ**—বর্ধিত হয়ে; **রোষঃ**—ক্রোধ; **সঃ**—হিরণ্যাক্ষ; **কঠোর**—কঠিন; **মুষ্টিনা**—মুষ্টির দ্বারা; **নদন্**—গর্জন করতে করতে; **প্রহৃত্য**—আঘাত করে; **অন্তরধীয়ত**—অন্তর্হিত; **অসুরঃ**—দৈত্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের চক্রের দ্বারা তার ত্রিশূল খণ্ড খণ্ড হওয়ায়, দৈত্যটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাই সে প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়ে, শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিত ভগবানের বক্ষে মুষ্টির দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত করেছিল, এবং তার পর সে অন্তর্হিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীবৎস হচ্ছে ভগবানের বক্ষে কুঞ্চিত শ্বেত রোমাবলী, যা তাঁর পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার একটি বিশেষ চিহ্ন। বৈকুণ্ঠলোকে বা গোলোক-বৃন্দাবনে সেখানকার অধিবাসীদের দেখতে ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো, কিন্তু ভগবানের বক্ষে এই শ্রীবৎস চিহ্নের দ্বারা ভগবানকে চেনা যায়।

শ্লোক ১৬

তেনেত্থমাহতঃ ক্ষত্তর্ভগবানাদিসূকরঃ ।
নাকম্পত মনাক্ ক্বাপি স্রজা হত ইব দ্বিপঃ ॥ ১৬ ॥

তেন—হিরণ্যাক্ষের দ্বারা; ইত্থম্—এইভাবে; আহতঃ—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; ক্ষত্তঃ—হে বিদুর; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; আদি-শূকরঃ—প্রথম বরাহ; ন অকম্পত—বিচলিত হননি; মনাক্—স্বল্প মাত্রায়ও; ক্ব অপি—কোথাও; স্রজা—পুষ্প-মাল্যের দ্বারা; হতঃ—আহত; ইব—যেমন; দ্বিপঃ—হস্তী।

অনুবাদ

হে বিদুর। আদি বরাহরূপ ভগবান দৈত্যটির দ্বারা এইভাবে আহত হলে, তাঁর দেহের কোন অঙ্গই স্বল্প-মাত্রায়ও বিচলিত হল না, ঠিক যেমন ফুলের মালার দ্বারা আহত হয়ে, হস্তী কখনও বিচলিত হয় না।

তাৎপর্য

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সেই দৈত্যটি ছিল বৈকুণ্ঠে ভগবানের সেবক, কিন্তু কোন কারণবশত সে অধঃপতিত হয়ে অসুর-যোনি প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তার মুক্তি। ভগবান তাঁর দিব্য শরীরে সেই আঘাতে আনন্দ উপভোগ করছিলেন, ঠিক যেমন পিতা তাঁর শিশু-পুত্রের সঙ্গে লড়াই করে আনন্দ উপভোগ করেন। কখনও কখনও পিতা তাঁর শিশু-পুত্রের সঙ্গে খেলার ছলে যুদ্ধ করে আনন্দ উপভোগ করেন, তেমনই হিরণ্যাক্ষের প্রহার ভগবানের কাছে তাঁর প্রতি নিবেদিত পূজার ফুলের মতো মনে হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করার জন্য ভগবান যুদ্ধ করেছিলেন; তাই সেই আক্রমণ তাঁর কাছে সুখকর ছিল।

শ্লোক ১৭

অথোরুধাসৃজন্মায়াং যোগমায়েশ্বরে হরৌ ।
যাং বিলোক্য প্রজাস্ত্রস্তা মেনিরেঽস্যোপসংযমম্ ॥ ১৭ ॥

অথ—তার পর; উরুধা—অনেক প্রকারে; অসৃজৎ—সে বিস্তার করেছিল; মায়াম্—মায়া-জাল; যোগ-মায়া-ঈশ্বরে—যোগমায়ার ঈশ্বর; হরৌ—হরির প্রতি; যাম্—যা;

বিলোক্য—দর্শন করে; **প্রজাঃ**—মানুষেরা; **ত্রস্তাঃ**—ভয়ভীত; **মেনিরে**—মনে করেছিল; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **উপসংযমম্**—প্রলয়।

অনুবাদ

তারপর সেই দৈত্য যোগমায়াধীশ শ্রীহরির প্রতি নানাবিধ মায়া-জাল বিস্তার করতে লাগল। তা দেখে সাধারণ মানুষেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েছিল, এবং মনে করেছিল যে, জগতের প্রলয়-কাল সমুপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

অসুরে পরিণত হয়েছে তাঁর যে ভক্ত, তার সঙ্গে যুদ্ধের আনন্দ এতই প্রবল হয়েছিল যে, সমগ্র জগতের প্রলয় হওয়ার অবস্থা হয়েছিল। এইটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা; এমন কি তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির হেলনও জগৎবাসীর কাছে অত্যন্ত মহান এবং ভয়ঙ্কর বলে প্রতীত হয়।

শ্লোক ১৮

প্রববুর্বায়বশ্চণ্ডাস্তমঃ পাংসবমৈরয়ন্ ।
দিগ্ভ্যো নিপেতুর্গ্রাবাণঃ ক্ষেপণৈঃ প্রহিতা ইব ॥ ১৮ ॥

প্রববুঃ—প্রবাহিত হচ্ছিল; **বায়বঃ**—বায়ু; **চণ্ডাঃ**—প্রচণ্ড; **তমঃ**—অন্ধকার; **পাংসবম্**—ধূলা থেকে উৎপন্ন; **ঐরয়ন্**—বিস্তার করেছিল; **দিগ্ভ্যঃ**—সমস্ত দিক থেকে; **নিপেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **গ্রাবাণঃ**—পাথর; **ক্ষেপণৈঃ**—ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা; **প্রহিতাঃ**—নিক্ষিপ্ত; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

চার দিক থেকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, তার ফলে ধূলি এবং শিলা-বৃষ্টির দ্বারা চতুর্দিক তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, এবং সর্বত্র পাথর পতিত হতে লাগল, যেন সেইগুলি ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

শ্লোক ১৯

দ্যৌর্নষ্টভগণাভ্রৌঘৈঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ ।
বর্ষদ্ভিঃ পূয়কেশাসৃঙ্মেদোমূত্রাস্থীনি চাসকৃৎ ॥ ১৯ ॥

দ্যৌঃ—আকাশ; **নষ্ট**—বিলুপ্ত; **ভ-গণ**—নক্ষত্রগণ; **অভ্র**—মেঘসমূহের; **ওঘৈঃ**—সমূহ; **স**—সহ; **বিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎ; **স্তনয়িত্নুভিঃ**—বজ্র; **বর্ষদ্ভিঃ**—বর্ষণ করছিল; **পূয়**—পুঁজ; **কেশ**—চুল; **অসৃক্**—রক্ত; **বিৎ**—মল; **মূত্র**—মূত্র; **অস্থীনি**—অস্থি; **চ**—এবং; **অসকৃৎ**—বার বার।

অনুবাদ

নভোমণ্ডল বিদ্যুৎ এবং বজ্র সহ মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় নক্ষত্ররাজি বিলুপ্ত হয়েছিল, এবং আকাশ থেকে পুঁজ, কেশ, রক্ত, মল, মূত্র ও অস্থি বর্ষণ হচ্ছিল।

শ্লোক ২০

গিরয়ঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত নানায়ুধমুচোঽনঘ ।
দিগ্বাসসো যাতুধান্যঃ শূলিন্যো মুক্তমূর্ধজাঃ ॥ ২০ ॥

গিরয়ঃ—পর্বতগুলি; **প্রত্যদৃশ্যন্ত**—মনে হয়েছিল; **নানা**—অনেক প্রকার; **আয়ুধ**—অস্ত্রশস্ত্র; **মুচঃ**—নিক্ষেপ করছিল; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর; **দিক্-বাসসঃ**—উলঙ্গ; **যাতুধান্যঃ**—রাক্ষসীগণ; **শূলিন্যঃ**—ত্রিশূল হাতে; **মুক্ত**—আলুলায়িত; **মূর্ধজাঃ**—কেশ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ বিদুর! তখন মনে হয়েছিল যেন পর্বতগুলি নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করছিল, এবং তার পর আলুলায়িত কেশা শূল-ধারিণী কতগুলি নগ্ন রাক্ষসী এসে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২১

বহ্বভির্যক্ষরক্ষোভিঃ পত্ত্যশ্বরথকুঞ্জরৈঃ ।
আততায়িভিরুৎসৃষ্টা হিংস্রা বাচোঽতিবৈশসাঃ ॥ ২১ ॥

বহ্বভিঃ—অনেক; **যক্ষ-রক্ষোভিঃ**—যক্ষ এবং রাক্ষস; **পত্তি**—পদাতিক; **অশ্ব**—অশ্বারোহী; **রথ**—রথী; **কুঞ্জরৈঃ**—গজারোহী; **আততায়িভিঃ**—আততায়ী; **উৎসৃষ্টাঃ**—উচ্চারণ করেছিল; **হিংস্রাঃ**—নিষ্ঠুর; **বাচঃ**—বাক্য; **অতি-বৈশসাঃ**—অত্যন্ত উগ্র।

অনুবাদ

পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথারোহী বহু আততায়ী যক্ষ এবং রাক্ষস হিংসাত্মক ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করতে লাগল।

শ্লোক ২২

প্রাদুষ্কৃতানাং মায়ানামাসুরীণাং বিনাশয়ৎ ।
সুদর্শনাস্ত্রং ভগবান্ প্রাযুঙ্ক্ত দয়িতং ত্রিপাৎ ॥ ২২ ॥

প্রাদুষ্কৃতানাম্—প্রদর্শন করেছিল; **মায়ানাম্**—মায়াশক্তি; **আসুরীণাম্**—সেই অসুর কর্তৃক প্রদর্শিত; **বিনাশয়ৎ**—বিনাশ করার বাসনায়; **সুদর্শন-অস্ত্রম্**—সুদর্শন অস্ত্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রাযুঙ্ক্ত**—প্রয়োগ করেছিলেন; **দয়িতম্**—প্রিয়; **ত্রিপাৎ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা।

অনুবাদ

সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান তখন সেই অসুর কর্তৃক প্রকাশিত মায়া বিনাশ করার জন্য তাঁর প্রিয় সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রসিদ্ধ যোগী এবং অসুরেরাও কখনও কখনও তাদের যোগ-শক্তির প্রভাবে ভেল্কিবাজি দেখাতে পারে, কিন্তু ভগবানের হস্ত নিক্ষিপ্ত সুদর্শন চক্রের উপস্থিতিতে তাদের এই সমস্ত যাদু বিলুপ্ত হয়ে যায়। মহারাজ অম্বরীষের সঙ্গে দুর্বাসা মুনির কলহের ঘটনাটি তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। দুর্বাসা মুনি বহু অলৌকিক যাদু দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন সুদর্শন চক্র আবির্ভূত হয়, তখন দুর্বাসা মুনি অত্যন্ত ভীত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন গ্রহলোকে পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন। এখানে ভগবানকে *ত্রিপাৎ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি তিন প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা। ভগবান তিন প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* আরও বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, সেইগুলি হচ্ছে দ্রব্য-যজ্ঞ, ধ্যান-যজ্ঞ এবং দার্শনিক চিন্তারূপ-যজ্ঞ। যারা জ্ঞান, যোগ এবং কর্মের মার্গ অনুসরণ করেন, তাদের সকলকেই চরমে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে আসতে হবে, কেননা *বাসুদেবঃ সর্বমিতি* —পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন সব কিছুর পরম ভোক্তা। সেইটি হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞের পূর্ণতা।

শ্লোক ২৩

তদা দিতেঃ সমভবৎসহসা হৃদি বেপথুঃ ।
স্মরন্ত্যা ভর্তুরাদেশং স্তনাচ্চাসৃক্ প্রসস্রবে ॥ ২৩ ॥

তদা—সেই সময়; দিতেঃ—দিতির; সমভবৎ—হয়েছিল; সহসা—হঠাৎ; হৃদি—হৃদয়ে; বেপথুঃ—কম্পন; স্মরন্ত্যাঃ—স্মরণ করে; ভর্তুঃ—তাঁর পতি কশ্যপের; আদেশম্—বাণী; স্তনাৎ—তাঁর স্তন থেকে; চ—এবং; অসৃক্—রক্ত; প্রসুস্রুবে—ক্ষরিত হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই সময় হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতির হঠাৎ হৃৎকম্পন হয়েছিল, এবং পতি কশ্যপের বাক্য তাঁর স্মরণ হল, এবং তাঁর স্তন থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগল।

তাৎপর্য

হিরণ্যাক্ষের অন্তিম সময়ে তার মা দিতির মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর পতির ভবিষ্যদ্বাণী। যদিও তাঁর পুত্রেরা হবে দৈত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার সৌভাগ্য তারা লাভ করবে। ভগবানের কৃপায় তাঁর সেই কথা মনে পড়েছিল, এবং দুধের পরিবর্তে তাঁর স্তন থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে শুরু করেছিল। অনেক সময় দেখা যায় যে, মা যখন তাঁর সন্তানের প্রতি স্নেহ-পরায়ণা হন, তখন তাঁর স্তন থেকে দুধ পড়ে। কিন্তু দৈত্য হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতির ক্ষেত্রে তাঁর রক্ত দুধে রূপান্তরিত হতে পারেনি, তাই তাঁর স্তন থেকে রক্তই ক্ষরিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রক্ত দুধে রূপান্তরিত হয়। দুধ পান করা মঙ্গলজনক, কিন্তু রক্ত পান করা অশুভ, যদিও দুইটি একই বস্তু। এই সূত্রটি গাভীর দুধের বেলায়ও প্রযোজ্য।

শ্লোক ২৪

বিনষ্টাসু স্বমায়াসু ভূয়শ্চাব্রজ্য কেশবম্ ।
রুষোপগূহমানোঽমুং দদৃশেঽবস্থিতং বহিঃ ॥ ২৪ ॥

বিনষ্টাসু—যখন প্রতিহত হয়েছে; **স্ব-মায়াসু**—তার মায়াশক্তি; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **চ**—এবং; **আব্রজ্য**—সম্মুখে উপস্থিত হয়ে; **কেশবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **রুষা**—ক্রোধভরে; **উপগৃহ্যমানঃ**—জাপটে ধরে; **অমুম্**—ভগবান্; **দদৃশে**—দেখেছিল; **অবস্থিতম্**—দণ্ডায়মান হয়ে; **বহিঃ**—বহির্দেশে।

অনুবাদ

দৈত্যটি যখন দেখল যে, তার মায়াশক্তি প্রতিহত হয়েছে, সে তখন পুনরায় পরমেশ্বর ভগবান কেশবের সম্মুখে উপস্থিত হল, এবং ক্রোধভরে তার দুই বাহুর দ্বারা তাঁকে জাপটে ধরে পেষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে সে দেখল যে, ভগবান তার বাহুদ্বয়ের বহির্দেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানকে কেশব বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কেননা তিনি সৃষ্টির আদিতে কেশী নামক দানবকে সংহার করেছিলেন। কেশব কৃষ্ণের একটি নাম। কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারদের উৎস, এবং সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, এবং তিনি একাধারে তাঁর বিভিন্ন অবতারে ও প্রকাশে বিরাজ করেন। দৈত্যটির ভগবানকে মাপার প্রচেষ্টা তাৎপর্যপূর্ণ। দৈত্যটি ভগবানকে তার বাহুর দ্বারা জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল। সে মনে করেছিল যে, তার সীমিত বাহুর ভৌতিক শক্তির দ্বারা সে পরমেশ্বরকে ধরতে পারবে। সে জানত না যে, ভগবান হচ্ছেন *অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্* —'পরমাণু হতে ক্ষুদ্র, আবার মহৎ হতে মহান'। ভগবানকে কেউই বন্দী করতে পারে না, অথবা বশীভূত করতে পারে না। কিন্তু আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মাপার চেষ্টা করে। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা ভগবান বিরাটরূপে পরিণত হতে পারেন, যা *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে তিনি তাঁর ভক্তের আরাধ্য বিগ্রহরূপে একটি ছোট বাক্সের মধ্যে থাকতে পারেন। অনেক ভক্ত আছেন যাঁরা ভগবানের বিগ্রহকে একটি ছোট বাক্সে রেখে তাঁকে সর্বত্র বহন করেন, এবং প্রতিদিন সকালে তাঁরা সেই বাক্সে ভগবানের পূজা করেন। পরমেশ্বর ভগবান কেশব বা কৃষ্ণ আমাদের গণনার কোন মাপের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। তাঁর ভক্তের সঙ্গে তিনি যে-কোন রূপে থাকতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন রকম আসুরিক কার্যকলাপের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

শ্লোক ২৫

তং মুষ্টিভির্বিনিঘ্নন্তং বজ্রসারৈরধোক্ষজঃ ।
করেণ কর্ণমূলেঽহন্ যথা ত্বাষ্ট্রং মরুৎপতিঃ ॥ ২৫ ॥

তম্—হিরণ্যাক্ষ; **মুষ্টিভিঃ**—তার মুষ্টির দ্বারা; **বিনিঘ্নন্তম্**—আঘাত করে; **বজ্র-সারৈঃ**—বজ্রের মতো কঠিন; **অধোক্ষজঃ**—ভগবান অধোক্ষজ; **করেণ**—হাতের দ্বারা; **কর্ণ-মূলে**—কানের গোড়ায়; **অহন্**—আঘাত করেছিলেন; **যথা**—যেমন; **ত্বাষ্ট্রম্**—বৃত্রাসুর (ত্বষ্টার পুত্র); **মরুৎ-পতিঃ**—ইন্দ্র (মরুৎগণের পতি)।

অনুবাদ

দৈত্যটি তখন বজ্রসদৃশ কঠোর মুষ্টির দ্বারা ভগবানকে আঘাত করতে লাগল, কিন্তু ভগবান অধোক্ষজ তাঁর হস্ত দ্বারা তার কর্ণমূলে আঘাত করলেন, ঠিক যেভাবে মরুৎপতি ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে আঘাত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানকে *অধোক্ষজ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক গণনার অতীত। *অক্ষজ* মানে হচ্ছে 'আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাপ', এবং *অধোক্ষজ* মানে হচ্ছে 'যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাপের অতীত'।

শ্লোক ২৬

স আহতো বিশ্বজিতা হ্যবজ্ঞয়া
পরিভ্রমদ্গাত্র উদস্তলোচনঃ ।
বিশীর্ণবাহ্বঙ্ঘ্রিশিরোরুহোঽপতদ্
যথা নগেন্দ্রো লুলিতো নভস্বতা ॥ ২৬ ॥

সঃ—সে; **আহতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **বিশ্ব-জিতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **হি**—যদিও; **অবজ্ঞয়া**—অবলীলাক্রমে; **পরিভ্রমৎ**—ঘুরতে লাগল; **গাত্রঃ**—শরীর; **উদস্ত**—বেরিয়ে এল; **লোচনঃ**—চক্ষু; **বিশীর্ণ**—ভগ্ন; **বাহু**—হস্ত; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **শিরঃ রুহঃ**—চুল; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **যথা**—যেমন; **নগ-ইন্দ্রঃ**—বিশাল বৃক্ষ; **লুলিতঃ**—উৎপাটিত; **নভস্বতা**—বায়ুর দ্বারা।

অনুবাদ

বিশ্বজিৎ ভগবান যদিও অবলীলাক্রমে সেই দৈত্যকে আঘাত করেছিলেন, তার ফলেই সেই দৈত্যের শরীর ঘূর্ণিত হতে লাগল। তার চক্ষুদ্বয় অক্ষি-কোটর থেকে বেরিয়ে এল। তার হস্ত-পদ ভগ্ন হল, মাথার কেশ আলুলায়িত হল, এবং সে প্রচণ্ড বায়ু-বেগে সমূলে উৎপাটিত বিশাল বৃক্ষের মতো মৃত অবস্থায় পতিত হল।

তাৎপর্য

হিরণ্যাক্ষের মতো যে-কোন শক্তিশালী দৈত্যকে সংহার করতে ভগবানের এক পলকও লাগে না। ভগবান তাকে বহু পূর্বেই সংহার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেই দৈত্যটিকে তার মায়াশক্তি পূর্ণরূপে প্রদর্শন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। মানুষদের এইটি জানা উচিত যে, কোন যাদু-বিদ্যার দ্বারা, বৈজ্ঞানিক প্রগতির দ্বারা অথবা জড়া শক্তির দ্বারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হওয়া যায় না। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা তাঁর একটি সংকেতের প্রভাবেই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে পারে। এখানে যে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে, তা এতই প্রবল যে, সেই দৈত্যটির সমস্ত আসুরিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, কেবল ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই অবলীলাক্রমে তাঁর এক চপেটাঘাতের ফলেই সে নিহত হয়েছিল।

শ্লোক ২৭

ক্ষিতৌ শয়ানং তমকুণ্ঠবর্চসং
করালদংষ্ট্রং পরিদষ্টদচ্ছদম্ ।
অজাদয়ো বীক্ষ্য শশংসুরাগতা
অহো ইমাং কো নু লভেত সংস্থিতিম্ ॥ ২৭ ॥

ক্ষিতৌ—ভূমিতে; **শয়ানম্**—শায়িত; **তম্**—হিরণ্যাক্ষ; **অকুণ্ঠ**—অমলিন; **বর্চসম্**—দীপ্তি; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **দংষ্ট্রম্**—দাঁত; **পরিদষ্ট**—দংশিত; **দৎ-ছদম্**—ঠোঁট; **অজ আদয়ঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যেরা; **বীক্ষ্য**—দেখে; **শশংসুঃ**—প্রশংসা সহকারে বলেছিলেন **আগতাঃ**—সেখানে এসে; **অহো**—আহা; **ইমম্**—এই; **কঃ**—কে; **নু**—যথার্থই **লভেত**—লাভ করতে পারে; **সংস্থিতিম্**—মৃত্যু।

অনুবাদ

অজ (ব্রহ্মা) এবং অন্যেরা সেখানে এসে দেখলেন যে, সেই ভীষণ দন্ত-বিশিষ্ট দৈত্যটি তার অধর দংশন করে ধরাশায়ী হয়েছে, অথচ তার দীপ্তি মলিন হয়নি। তখন ব্রহ্মা তার প্রশংসা করে বলেছিলেন—আহা। এই প্রকার সৌভাগ্যজনক মৃত্যু কে লাভ করতে পারে?

তাৎপর্য

দৈত্যটির মৃত্যু হলেও তার দেহের দীপ্তি মলিন হয়নি। এইটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কেননা যখন কোন মানুষ বা পশুর মৃত্যু হয়, তৎক্ষণাৎ তার দেহ দীপ্তিহীন হয়ে মলিন হয়ে যায়, এবং ক্রমে ক্রমে বিবর্ণ হয়ে তা পচতে শুরু করে। কিন্তু এখানে হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও, তার দেহের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়নি, কেননা পরম আত্মা পরমেশ্বর ভগবান তার দেহ স্পর্শ করেছিলেন। যতক্ষণ দেহে আত্মা বর্তমান থাকে, ততক্ষণই কেবল দেহের দীপ্তি থাকে। যদিও দৈত্যটির আত্মা তার দেহ ত্যাগ করেছিল, কিন্তু পরম আত্মা পরমেশ্বর ভগবান তার দেহ স্পর্শ করেছিলেন বলে তা নিষ্প্রভ হয়নি। জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন। যিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করার সময় পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান, এবং তাই ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা সেই দৈত্যের মৃত্যুর প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

যং যোগিনো যোগসমাধিনা রহো
ধ্যায়ন্তি লিঙ্গাদসতো মুমুক্ষয়া ।
তস্যৈষ দৈত্যঋষভঃ পদাহতো
মুখং প্রপশ্যংস্তনুমুৎসসর্জ হ ॥ ২৮ ॥

যম্—যাঁকে; **যোগিনঃ**—যোগীগণ; **যোগ-সমাধিনা**—যৌগিক সমাধিতে; **রহঃ**—নির্জনে; **ধ্যায়ন্তি**—ধ্যান করেন; **লিঙ্গাৎ**—লিঙ্গ শরীর থেকে; **অসতঃ**—অবাস্তব; **মুমুক্ষয়া**—মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায়; **তস্য**—তাঁর; **এষঃ**—এই; **দৈত্য**—দিতির পুত্র; **ঋষভঃ**—মুকুট-মণি; **পদা**—পায়ের দ্বারা; **আহতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **মুখম্**—মুখ; **প্রপশ্যন্**—দর্শন করতে করতে; **তনুম্**—দেহ; **উৎসসর্জ**—ত্যাগ করেছিল; **হ**—নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—যোগীরা নির্জন স্থানে যোগ-সমাধির দ্বারা অনিত্য জড় লিঙ্গ শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে শ্রীপাদ-পদ্মের ধ্যান করেন, সেই পায়ের দ্বারা আহত হয়ে দৈত্যশ্রেষ্ঠ তাঁর শ্রীমুখ-পদ্ম দর্শন করতে করতে তার নশ্বর শরীর ত্যাগ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে যোগের পদ্ধতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, যে-সমস্ত যোগীরা ধ্যানের অনুশীলন করেন, তাঁদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। তাই তাঁরা যোগ-সমাধি লাভের জন্য নির্জন স্থানে ধ্যান করেন। যোগ অনুশীলন করতে হয় নির্জন স্থানে, জনসাধারণের সম্মুখে অথবা মঞ্চে প্রদর্শন করার জন্য নয়, যা আজকাল বহু তথাকথিত যোগী করছে। প্রকৃত যোগের লক্ষ্য হচ্ছে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি। কেবল দেহকে সমর্থ এবং তরুণ রাখার জন্য যোগাভ্যাস নয়। কোন প্রামাণ্য বিধি-বিধানে তথাকথিত যোগীদের এই প্রকার বিজ্ঞাপন অনুমোদন করা হয়নি। এই শ্লোকে বিশেষভাবে *'যম্'* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে 'যাঁকে', অর্থাৎ ধ্যানের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। কেউ যদি ভগবানের বরাহরূপেও মনকে একাগ্রীভূত করেন, তা হলে সেইটিও যোগ। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যখন নিরন্তর ভগবানের বিবিধ রূপের মধ্যে যে-কোন একটি রূপের ধ্যান করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এবং শুধু ভগবানের রূপের ধ্যান করেই তিনি অনায়াসে সমাধি লাভ করতে পারেন। কেউ যদি মৃত্যুর সময় এইভাবে ভগবানের রূপের ধ্যান করতে পারেন, তা হলে তিনি নশ্বর জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে উন্নীত হন। হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে ভগবান সেই সুযোগ দিয়েছিলেন, তাই ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, অসুরেরাও কেবল ভগবানের পদাঘাতের প্রভাবেই যোগ অনুশীলনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২৯

এতৌ তৌ পার্ষদাবস্য শাপাদ্যাতাবসদ্গতিম্ ।
পুনঃ কতিপয়ৈঃ স্থানং প্রপৎস্যেতে হ জন্মভিঃ ॥ ২৯ ॥

এতৌ—এই দুই; **তৌ**—উভয়ে; **পার্ষদৌ**—সেবকদ্বয়; **অস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শাপাৎ**—অভিশপ্ত হওয়ার ফলে; **যাতৌ**—গিয়েছিল; **অসৎ-গতিম্**—অসুর কুলে জন্মগ্রহণ; **পুনঃ**—পুনরায়; **কতিপয়ৈঃ**—কয়েকটি; **স্থানম্**—নিজস্ব স্থান; **প্রপৎস্যেতে**—ফিরে পাবে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **জন্মভিঃ**—জন্মের পর।

অনুবাদ

অভিশপ্ত হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের এই দুই পার্ষদকে অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। এই প্রকার কয়েক জন্মের পর, তারা তাদের স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন করবে।

শ্লোক ৩০

দেবা ঊচুঃ

নমো নমস্তেঽখিলযজ্ঞতন্তবে
স্থিতৌ গৃহীতামলসত্ত্বমূর্তয়ে ।
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং জগতামরুন্তুদ-
স্ত্বৎপাদভক্ত্যা বয়মীশ নির্বৃতাঃ ॥ ৩০ ॥

দেবাঃ—দেবতারা; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **নমঃ**—প্রণতি; **নমঃ**—প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অখিল-যজ্ঞ-তন্তবে**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **স্থিতৌ**—পালন করার উদ্দেশ্যে; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছেন; **অমল**—শুদ্ধ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **মূর্তয়ে**—রূপ; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যবশত; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **অয়ম্**—এই; **জগতাম্**—জগতের; **অরুন্তুদঃ**—যন্ত্রণাদায়ক; **ত্বৎ-পাদ**—আপনার চরণে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি-সহকারে; **বয়ম্**—আমরা; **ঈশ**—হে ভগবান; **নির্বৃতাঃ**—সুখ প্রাপ্ত হয়েছি।

অনুবাদ

ভগবানের উদ্দেশ্যে দেবতারা বললেন—হে ভগবান, আপনাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি! আপনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, এবং জগতের পালনের জন্য আপনি শুদ্ধ সত্ত্বে বরাহরূপ ধারণ করেছেন। জগৎ-নির্যাতনকারী এই দৈত্যটি সৌভাগ্যক্রমে আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে, এবং আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে ভক্তি-পরায়ণ আমরাও এখন আশ্বস্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

জড় জগৎ সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ-সমন্বিত, কিন্তু চিৎ-জগৎ শুদ্ধ সত্ত্বময়। এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবানের রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়, অর্থাৎ তা জড় নয়। জড় জগতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতে* শুদ্ধ সত্ত্ব স্তরকে *সত্ত্বং বিশুদ্ধম্* বলা হয়েছে। *বিশুদ্ধম্* মানে হচ্ছে নির্মল। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে রজ এবং তমোগুণের কলুষ নেই। তাই, যে বরাহরূপ নিয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেইটি জড়-জাগতিক নয়। ভগবানের অন্য অনেক রূপ রয়েছে, কিন্তু সেইগুলির কোনটিই জড়-জাগতিক নয়। সেই সমস্ত রূপ বিষ্ণুরূপ থেকে অভিন্ন, এবং বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা।

বেদে যে-সমস্ত যজ্ঞের অনুশাসন দেওয়া হয়েছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। অজ্ঞতার বশেই কেবল মানুষ ভগবানের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সন্তুষ্টি বিধান করতে চায়, কিন্তু জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা। সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। যে-সমস্ত জীব সেই সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, তাদের বলা হয় দেবতা, এবং তাঁরা প্রায় ভগবানেরই মতো। জীব যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা। সমস্ত দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত, এবং তাঁদের সুখ বিধানের জন্য জগতের উৎপাত সৃষ্টিকারী দৈত্যটিকে সংহার করা হয়েছিল। বিশুদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা, এবং বিশুদ্ধ জীবনে অনুষ্ঠিত সমস্ত যজ্ঞগুলিকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত হয়, তা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

মৈত্রেয় উবাচ

এবং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবিক্রমং
স সাদয়িত্বা হরিরাদিসূকরঃ ।
জগাম লোকং স্বমখণ্ডিতোৎসবং
সমীড়িতঃ পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় বললেন; এবম্—এইভাবে; হিরণ্যাক্ষম্—হিরণ্যাক্ষকে; অসহ্য-বিক্রমম্—অত্যন্ত শক্তিশালী; সঃ—ভগবান; সাদয়িত্বা—সংহার করে;

হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **আদি-সূকরঃ**—আদি বরাহ; **জগাম**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **লোকম্**—তাঁর ধামে; **স্বম্**—নিজস্ব; **অখণ্ডিত**—অনবরত; **উৎসবম্**—উৎসব; **সমীড়িতঃ**—প্রশংসিত; **পুষ্কর-বিষ্টর**—কমলাসন (কমল যাঁর আসন, সেই ব্রহ্মার দ্বারা); **আদিভিঃ**—এবং অন্যেরা।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে অত্যন্ত ভয়ানক হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে সংহার করে, আদি বরাহ ভগবান শ্রীহরি তাঁর নিত্য আনন্দময় ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের দ্বারা ভগবান সংস্তুত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানকে আদি বরাহ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *বেদান্ত-সূত্রে* (১/১/২) উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সব কিছুরই উৎস। তাই বুঝতে হবে যে, চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির সব কয়টি রূপই ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যিনি হচ্ছেন সর্বদাই আদি। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন ভগবানকে *আদ্যম্* বা আদি বলে সম্বোধন করেছেন। তেমনই, *ব্রহ্মসংহিতায়* ভগবানকে *আদিপুরুষম্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বস্তুত *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে* —"আমার থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয়।"

এই পরিস্থিতিতে ভগবান হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করার জন্য এবং গর্ভ-সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি *আদিসূকর* হয়েছিলেন। জড় জগতে বরাহ বা শূকরকে সব চাইতে ঘৃণ্য বলে মনে করা হয়, কিন্তু *আদিসূকর* বা পরমেশ্বর ভগবানকে কোন সাধারণ শূকর বলে মনে করা হয়নি। এমন কি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারাও ভগবানের বরাহরূপের প্রশংসা করেছিলেন।

ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজে বলেছেন যে, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য তিনি তাঁর চিন্ময় ধাম থেকে অবতরণ করেন। সেই কথা এই শ্লোকেও প্রতিপন্ন হয়েছে। হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে সংহার করে, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে, সর্বদা ব্রহ্মা আদি দেবতাদের রক্ষা করার যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন, তা পূর্ণ হয়েছে। ভগবান স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এই উক্তি ইঙ্গিত করে যে, তাঁর বিশেষ চিন্ময় বাসস্থান রয়েছে। যেহেতু তিনি সর্ব শক্তিমান, তাই গোলোক-বৃন্দাবনে নিবাস করা সত্ত্বেও তিনি সর্বব্যাপ্ত, ঠিক যেমন সূর্য এই ব্রহ্মাণ্ডের

একটি বিশেষ স্থানে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও, তার কিরণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান।

ভগবানের যদিও বিশেষ বাসস্থান বা ধাম রয়েছে, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের রূপের একটি দিক, অর্থাৎ তাঁর সর্ব ব্যাপকত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তিনি যে তাঁর চিন্ময় ধামে বিরাজ করে সর্বদা তাঁর পূর্ণ চিন্ময় লীলা-বিলাস করেন, তা তারা বুঝতে পারে না। এই শ্লোকে বিশেষভাবে *অখণ্ডিতোৎসবম্* শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। উৎসব মানে 'আনন্দ'। আনন্দ প্রকাশের জন্য যখন কোন অনুষ্ঠান হয়, তাকে বলা হয় উৎসব। পরিপূর্ণ সুখের অভিব্যক্তি হচ্ছে উৎসব, তা ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও আরাধ্য ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে নিত্য বর্তমান। ব্রহ্মা আদি দেবতারাও যখন ভগবানের আরাধনা করেন, তখন নগণ্য মানুষদের কি আর কথা।

ভগবান তাঁর ধাম থেকে এই জগতে অবতরণ করেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় অবতার, অর্থাৎ যিনি 'অবতরণ করেন'। কখনও কখনও অবতার বলতে রক্ত-মাংসের নররূপধারী ভগবানের বিশেষ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তিকেও বোঝায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবতার শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি উচ্চতর স্থান থেকে অবতরণ করেন। ভগবানের ধাম জড় আকাশের অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত, এবং সেই উচ্চ স্থান থেকে তিনি অবতরণ করেন; তাই তাঁকে বলা হয় অবতার।

শ্লোক ৩২

ময়া যথানূক্তমবাদি তে হরেঃ
কৃতাবতারস্য সুমিত্র চেষ্টিতম্ ।
যথা হিরণ্যাক্ষ উদারবিক্রমো
মহামৃধে ক্রীড়নবন্নিরাকৃতঃ ॥ ৩২ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **যথা**—যেমন; **অনূক্তম্**—কথিত; **অবাদি**—বিশ্লেষিত হয়েছে; **তে**—আপনাকে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃত-অবতারস্য**—যিনি অবতার গ্রহণ করেন; **সুমিত্র**—হে প্রিয় বিদুর; **চেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **যথা**—যেমন; **হিরণ্যাক্ষ**—হিরণ্যাক্ষ; **উদার**—অত্যন্ত বিস্তৃত; **বিক্রমঃ**—শৌর্য; **মহা-মৃধে**—মহান যুদ্ধে; **ক্রীড়ন-বৎ**—ক্রীড়নকের মতো; **নিরাকৃতঃ**—নিহত হয়েছিল।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে প্রিয় বিদুর। আমি তোমার কাছে আদি বরাহরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবতরণ এবং মহান যুদ্ধে অমিত বিক্রম হিরণ্যাক্ষকে ক্রীড়নকের মতো বধ করার কাহিনী বর্ণনা করলাম। আমি আমার গুরুদেবের কাছ থেকে যেভাবে তা শ্রবণ করেছিলাম, সেইভাবেই তা আমি বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

এখানে মৈত্রেয় ঋষি উল্লেখ করেছেন যে, ভগবানের দ্বারা হিরণ্যাক্ষ বধের ঘটনাটি তিনি সরল আখ্যানরূপে বর্ণনা করেছেন; তিনি মনগড়া কোন কিছু তাতে যুক্ত করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে যা শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনি বর্ণনা করেছেন। এইভাবে তিনি পরম্পরা পন্থা, বা গুরু-শিষ্যের মাধ্যমে দিব্য জ্ঞান লাভ করার পন্থা স্বীকার করেছেন। যদি এইভাবে গুরুদেবের কাছ থেকে প্রামাণিক বিধিতে শ্রবণ না করা হয়, তা হলে আচার্যের বাণী বৈধ হয় না।

এখানে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের শক্তি ছিল অপরিসীম, তবুও ভগবানের কাছে সে ছিল একটি খেলার পুতুলের মতো। একটি শিশু অবলীলাক্রমে কত খেলনা ভেঙ্গে ফেলে। তেমনই, কোন অসুর অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে, এবং এই জড় জগতের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসাধারণ হতে পারে, কিন্তু ভগবানের কাছে এই প্রকার অসুরদের সংহার করা মোটেই কঠিন নয়। একটি শিশু যেমন তার পুতুল নিয়ে খেলা করে এবং তাদের ভেঙ্গে ফেলতে পারে, ঠিক সেইভাবে ভগবান লক্ষ-লক্ষ অসুরদের সংহার করতে পারেন।

শ্লোক ৩৩

সূত উবাচ

ইতি কৌষারবাখ্যাতামাশ্রুত্য ভগবৎকথাম্ ।
ক্ষত্তানন্দং পরং লেভে মহাভাগবতো দ্বিজ ॥ ৩৩ ॥

সূতঃ—সূত গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **কৌষারব**—(কুষারুর পুত্র) মৈত্রেয় থেকে; **আখ্যাতাম্**—কথিত; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **ভগবৎ-কথাম্**—ভগবান-বিষয়ক আখ্যান; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **আনন্দম্**—আনন্দ; **পরম্**—দিব্য; **লেভে**—লাভ করেছিলেন; **মহা-ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ (শৌনক)।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—হে ব্রাহ্মণ! পরম ভাগবত ক্ষত্তা (বিদুর) মহর্ষি কৌষারবের (মৈত্রেয় মুনির) কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাসের আখ্যান শ্রবণ করে দিব্য আনন্দ লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যদি ভগবানের লীলা-বিলাসের আখ্যান শ্রবণ করে দিব্য আনন্দ লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই প্রামাণিক সূত্র থেকে তা শ্রবণ করতে হবে। মৈত্রেয় ঋষি সেই বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন তাঁর সদ্‌গুরুর কাছ থেকে,এবং বিদুর তা শ্রবণ করেছিলেন মৈত্রেয়ের কাছ থেকে। কোন ব্যক্তি গুরুদেবের কাছ থেকে যা শ্রবণ করেছেন, কেবল তা যথাযথভাবে পরিবেশন করার মাধ্যমেই একজন যথার্থ তত্ত্ববিদে পরিণত হতে পারেন, এবং যে-ব্যক্তি সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেনি, সে কখনও পারমার্থিক তত্ত্ব প্রদান করার অধিকার লাভ করতে পারে না। সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেউ যদি দিব্য আনন্দ লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল মাত্র প্রামাণিক সূত্র থেকে হৃদয় এবং কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে ভগবানের লীলা-রস আস্বাদন করা যায়, তা না হলে তা সম্ভব নয়। তাই সনাতন গোস্বামী বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছেন, কেউ যেন কখনও অভক্তের মুখ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ না করে। অভক্তেরা সাপের মতো; সাপের স্পর্শে দুধ বিষে পরিণত হয়, তেমনই, ভগবানের লীলা-বিলাসের বর্ণনা যদিও দুধের মতো পবিত্র, কিন্তু তা যদি সর্প-সদৃশ অভক্তদের দ্বারা পরিবেশিত হয়, তা হলে তা বিষে পরিণত হয়। তার যে কেবল দিব্য আনন্দ প্রদান করার ক্ষমতা থাকে না তাই নয়, উপরন্তু তা অত্যন্ত ভয়ঙ্করও। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মায়াবাদীদের কাছ থেকে ভগবানের লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করা উচিত নয়। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, *মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ* —কেউ যদি ভগবানের লীলা সম্বন্ধে মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ করে, অথবা *ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* বা অন্য কোন বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের ভাষ্য শ্রবণ করে, তা হলে তার সর্বনাশ হয়। কেউ যদি একবার মায়াবাদীর সঙ্গ করে, তা হলে সে কখনই ভগবানের সবিশেষ রূপ এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

সূত গোস্বামী শৌনক প্রমুখ ঋষিদের কাছে ভগবানের কথা বলছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁদের এই শ্লোকে *দ্বিজ* বলে সম্বোধন করেছেন। নৈমিষারণ্যে সমবেত যে-সমস্ত ঋষিরা সূত গোস্বামীর কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করাই সব কিছু নয়। কেবল দ্বিজ হওয়াই জীবনের পরম পূর্ণতা নয়। জীবনের পূর্ণতা তখনই লাভ হয়, যখন মানুষ যথাযথ সূত্র থেকে ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন।

শ্লোক ৩৪

অন্যেষাং পুণ্যশ্লোকানামুদ্দামযশসাং সতাম্ ।
উপশ্রুত্য ভবেন্মোদঃ শ্রীবৎসাঙ্কস্য কিং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্যেষাম্—অন্যদের; **পুণ্য-শ্লোকানাম্**—পবিত্র যশের; **উদ্দাম-যশসাম্**—যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে; **সতাম্**—ভক্তদের; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **ভবেৎ**—উদ্ভূত হতে পারে; **মোদঃ**—আনন্দ; **শ্রীবৎস-অঙ্কস্য**—শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণকারী ভগবানের; **কিম্ পুনঃ**—আর কি বলার আছে।

অনুবাদ

অমৃত-যশস্বী ভগবদ্ভক্তদের কার্যকলাপ শ্রবণ করে যখন দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা হয়, তখন শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিত স্বয়ং ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা কি আর বলার আছে।

তাৎপর্য

ভাগবতের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের লীলা-বিলাস। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও মহারাজ অম্বরীষ আদি ভক্তদের লীলা-বিলাসের বর্ণনা রয়েছে। উভয় লীলাই পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে, কেননা ভক্তের লীলা-বিলাসও ভগবান সম্বন্ধীয়। যেমন *মহাভারত* হচ্ছে পাণ্ডবদের কার্যকলাপের ইতিহাস, এবং তা পবিত্র কেননা পাণ্ডবেরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

শ্লোক ৩৫

যো গজেন্দ্রং ঋষগ্রস্তং ধ্যায়ন্তং চরণাম্বুজম্ ।
ক্রোশন্তীনাং করেণূনাং কৃচ্ছ্রতোঽমোচয়দ্ দ্রুতম্ ॥ ৩৫ ॥

যঃ—যিনি; গজ-ইন্দ্রম্—গজেন্দ্রকে; ঝষ—কুমির; গ্রস্তম্—আক্রান্ত; ধ্যায়ন্তম্—ধ্যানরত; চরণ—পাদ; অম্বুজম্—পদ্ম; ক্রোশন্তীনাম্—ক্রন্দনরত; করেণূনাম্—হস্তিনীদের; কৃচ্ছ্রতঃ—সংকট থেকে; অমোচয়ৎ—উদ্ধার করেছিলেন; দ্রুতম্—শীঘ্রই।

অনুবাদ

কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত গজেন্দ্র যখন তাঁর শ্রীপাদ-পদ্মের ধ্যান করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সহগামিনী হস্তিনীরা কাতরভাবে আর্তনাদ করেছিল, এবং ভগবান তাদের আসন্ন সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে বিপন্ন হস্তীর ভগবান কর্তৃক উদ্ধারের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভক্তির মাধ্যমে একটি পশুও ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারে। কিন্তু ভক্ত না হলে, স্বর্গের দেবতাও ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারে না।

শ্লোক ৩৬

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥ ৩৬ ॥

তম্—তাঁকে; সুখ—সহজে; আরাধ্যম্—পূজ্য; ঋজুভিঃ—নিষ্কপট ব্যক্তিদের দ্বারা; অনন্য—অন্য কেউ নয়; শরণৈঃ—শরণাগত; নৃভিঃ—মানুষদের দ্বারা; কৃত-জ্ঞঃ—কৃতজ্ঞ; কঃ—কি; ন—না; সেবেত—সেবা করবে; দুরারাধ্যম্—আরাধনা করা সম্ভব নয়; অসাধুভিঃ—অভক্তদের দ্বারা।

অনুবাদ

নির্মল চিত্ত অনন্য-শরণ ভক্তদের দ্বারা ভগবান সহজেই প্রসন্ন হন, কিন্তু অসাধুদের পক্ষে তিনি দুরারাধ্য। এমন কৃতজ্ঞ জীব কে আছে যে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মতো মহান প্রভুকে প্রেমময়ী সেবা করবে না?

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবের, বিশেষ করে মানুষদের, ভগবানের কৃপাশীর্বাদের জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত। তাই, সরল চিত্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অবশ্য কর্তব্য

হচ্ছে, কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা করা। যারা আসলেই চোর এবং দুর্বৃত্ত, তারা ভগবানের করুণার দান চিনতে পারে না, এবং তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা পরায়ণ হয়ে, প্রেমময়ী সেবা নিবেদনও তারা করতে পারে না। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা বুঝতে পারে না ভগবানের ব্যবস্থায় তারা কত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। তারা সূর্যের কিরণ এবং চন্দ্রের আলো উপভোগ করে, তারা বিনামূল্যে জল পায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কৃতজ্ঞতা অনুভব করে না, পক্ষান্তরে তারা ভগবানের এই সমস্ত উপহারগুলি উপভোগ করতেই থাকে। তাই তাদের চোর এবং দুর্বৃত্তই বলা উচিত।

শ্লোক ৩৭

যো বৈ হিরণ্যাক্ষবধং মহাদ্ভুতং
বিক্রীড়িতং কারণসূকরাত্মনঃ ।
শৃণোতি গায়ত্যনুমোদতেঽঞ্জসা
বিমুচ্যতে ব্রহ্মবধাদপি দ্বিজাঃ ॥ ৩৭ ॥

যঃ—যিনি; **বৈ**—বাস্তবিক পক্ষে; **হিরণ্যাক্ষ-বধম্**—হিরণ্যাক্ষ বধের; **মহা-অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত বিস্ময়জনক; **বিক্রীড়িতম্**—লীলা-বিলাস; **কারণ**—সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করার মতো কারণের জন্য; **সূকর**—শূকররূপে আবির্ভূত; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **গায়তি**—কীর্তন করেন; **অনুমোদতে**—আনন্দ উপভোগ করেন; **অঞ্জসা**—তৎক্ষণাৎ; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন; **ব্রহ্ম-বধাৎ**—ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে; **অপি**—ও; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ। পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য আদি বরাহরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা হিরণ্যাক্ষ বধের এই অদ্ভুত আখ্যান যিনি শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন অথবা তাতে আনন্দ লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা-জনিত মহা পাপ থেকেও মুক্তি লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পরম পদে অধিষ্ঠিত, তাই তাঁর লীলা এবং তাঁর ব্যক্তিগত স্বরূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যিনি ভগবানের লীলা শ্রবণ করেন, তিনি

সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ করেন, এবং যিনি সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত, এমন কি জড় জগতের সব চাইতে গর্হিত পাপ ব্রহ্মহত্যা থেকেও মুক্ত হন। শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া উচিত। কেউ যদি কেবল ভগবানের আখ্যান শ্রবণ করেন এবং ভগবানের মহিমা স্বীকার করেন, তা হলেই তিনি যোগ্য হন। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের লীলা-বিলাসের তত্ত্ব বুঝতে পারে না। তারা মনে করে যে, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই মায়া; তাই তাদের বলা হয় মায়াবাদী। যেহেতু তাদের কাছে সব কিছুই মায়া, তাই এই সমস্ত আখ্যান তাদের জন্য নয়। কিছু মায়াবাদী *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করতেই চায় না, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই এখন কেবল আর্থিক লাভের জন্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের কোন শ্রদ্ধা নেই। পক্ষান্তরে, তারা তাদের নিজেদের মনগড়া অনুমানের ভিত্তিতে তা বর্ণনা করে। তাই, মায়াবাদীদের কাছ থেকে শ্রবণ করা উচিত নয়। আমাদের শ্রবণ করতে হবে সূত গোস্বামী অথবা মৈত্রেয় ঋষির কাছ থেকে, যাঁরা যথাযথভাবে তা পরিবেশন করেন, এবং তা হলেই কেবল আমরা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাস আস্বাদন করতে পারব। তা না হলে, নবীন ভক্তদের উপর তার প্রভাব হবে বিষতুল্য।

শ্লোক ৩৮

এতন্মহাপুণ্যমলং পবিত্রং
ধন্যং যশস্যং পদমায়ুরাশিষাম্ ।
প্রাণেন্দ্রিয়াণাং যুধি শৌর্যবর্ধনং
নারায়ণোঽন্তে গতিরঙ্গ শৃণ্বতাম্ ॥ ৩৮ ॥

এতৎ—এই আখ্যান; মহা-পুণ্যম্—মহাপুণ্য; অলম্—অত্যন্ত; পবিত্রম্—পবিত্র; ধন্যম্—ধন প্রদানকারী; যশস্যম্—কীর্তিকর; পদম্—আধার; আয়ুঃ—আয়ু; আশিষাম্—ঈপ্সিত বস্তু; প্রাণ—প্রাণেন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়াণাম্—কর্মেন্দ্রিয়-সমূহের; যুধি—যুদ্ধক্ষেত্রে; শৌর্য—বল; বর্ধনম্—বর্ধনকারী; নারায়ণঃ—শ্রীনারায়ণ; অন্তে—জীবনের শেষ সময়; গতিঃ—আশ্রয়; অঙ্গ—হে শৌনক; শৃণ্বতাম্—যাঁরা শ্রবণ করেন।

অনুবাদ

এই পরম পবিত্র আখ্যান মহাপুণ্য, সম্পদ, যশ, আয়ু, এবং সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তা প্রাণ এবং কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তি বর্ধিত করে। হে

শৌনক। কেউ যদি তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভক্তেরা সাধারণত ভগবানের লীলা-বিলাসের আখ্যানের প্রতি আকৃষ্ট। যদিও তাঁরা কৃচ্ছ্র সাধন অথবা ধ্যানের অনুশীলন করেন না, তবুও ভগবানের লীলা-বিলাস শ্রবণ করার এই পন্থাই তাঁদেরকে ধন-সম্পদ, যশ, আয়ু এবং জীবনের অন্যান্য বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য সাধন করার বহুবিধ লাভ দান করবে। কেউ যদি ভগবানের লীলা-বিলাসের আখ্যানে পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অনবরত শ্রবণ করেন, তা হলে জীবনান্তে তাঁরা অবশ্যই ভগবানের নিত্য, চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হবেন। এইভাবে শ্রোতারা ইহলোকে এবং চরমে পরলোকে, উভয়ভাবেই লাভবান হন। ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার এইটি হচ্ছে পরম লাভ। ভগবদ্ভক্তির প্রথম স্তর হচ্ছে যথাযথ উৎস থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার জন্য কিছু সময় দেওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভগবদ্ভক্তির পাঁচটি অঙ্গ অনুমোদন করে গেছেন, যথা—ভগবদ্ভক্তদের সেবা, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা এবং পবিত্র তীর্থে বাস। কেবল এই পাঁচটি কার্য অনুষ্ঠান করার ফলে, জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাময় অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'হিরণ্যাক্ষ বধ' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।